

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

98334 - যবে ব্যক্তিবলনে আরাফার দিনি রযোয়া রাখা সুননত নয় তার অভমিতরে প্রত্যুত্তর

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমাদরে এক শাইখ বলনে: আরাফার দিনি রযোয়া রাখা সুননত নয়; এ দিনি রযোয়া রাখা নাজায়যে। আশা করি, আপনারা এ প্রশ্নটির জবাব দবিনে। কনেনা সবে শাইখ এমন কিছু প্রচারপত্র বলি করছনে যার মাধ্যমে তিনি আরাফার দিনি রযোয়া রাখতে নযিধে করছনে। আশা করব, আপনারা জবাব দবিনে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

আলহামদুললিলাহ।

যারা হাজী নন তাদরে জন্য এই দিনি রযোয়া রাখা সুননতে মুয়াক্কাদা। আবু কাতাদা (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি বলনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরাফার দিনি রযোয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করা হলে তিনি বলনে: “বগিত ও আগত বছররে পাপ মোছন করবে”[সহি মুসলমি (১১৬২), সহি মুসলমি রে অন্য এক বর্ণনায় আছে: আমি আল্লাহর কাছে প্রত্যাশা করছি যে, আগরে বছররে ও পররে বছররে গুনাহ মোছন করবে]

ইমাম নববী ‘আল-মাজমু’ গ্রন্থতে (৬/৪২৮) বলনে -যটে শাফয়ী মাযহাবরে কতিব:-: “এ মাসয়ালার হুকুম হচ্ছ- ইমাম শাফয়ী ও ছাত্ররা বলনে: যারা আরাফায় নহে তাদরে জন্য আরাফার দিনি রযোয়া মুস্তাহাব”।

পক্ষান্তরে, হজ্জপালনকারী যিনি আরাফার ময়দানে হাজরি তার ব্যাপারে মুখতাসার গ্রন্থতে রয়ছে ইমাম শাফয়ী ও মাযহাবরে অন্য আলমেগণ বলনে: উম্মে ফযল এর হাদসি রে ভিত্তিতে তার জন্য সদিনি রযোয়া না-রাখা মুস্তাহাব। আমাদরে অন্য একদল আলমে বলনে: হজ্জপালনকারীর জন্য এই দিনি রযোয়া রাখা মাকরুহ। যারা এ অভমিত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করছনে তারা হচ্ছ- দারমী, বন্দানজি, মুহামলি ‘আল-মাজমু’ গ্রন্থতে, গ্রন্থকার ‘তানবীহ’ নামক গ্রন্থতে এবং অন্যান্য আলমেগণ”[সমাপ্ত]

ইবনে কুদামা (রহঃ) ‘আল-মুগনী’ গ্রন্থতে (৪/৪৪৩) বলনে যটে হাম্বলি মাযহাবরে গ্রন্থ: “এটি একটি মহান ও মর্যাদাপূর্ণ দিনি। পবতির ঈদরে দিনি। এর মর্যাদা মহান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণতি হয়ছে যে, এ দিনি রে রযোয়া

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

দুই বছররে গুনাহ মোছন করে।”[সমাপ্ত]

ইবনে মুফলহি (রহঃ) ‘আল-ফুরু’ নামক গ্রন্থে (৩/১০৮) বলেন:

“এটি একটি মহান ও সম্মানতি দিন। পবিত্র ঈদরে দিন। এর মর্যাদা অনেকে বড়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহি হাদিসে এসছে- এ দিনরে রোযা এক বছররে গুনাহ মোছন করে।”[সমাপ্ত]

ইবনে মুফলহি (রহঃ) ‘আল-ফুরু’ গ্রন্থে (৩/১০৮) বলেন- এটি হাম্বলি মাযহাবরে কতিব:- যলিহজ্জরে দশদিন রোযা রাখা মুস্তাহাব। ৯ তারখিরে রোযাটি সবচেয়ে বেশি তাগদিপূরণ। এ দিনটি হচ্ছ- আরাফার দিন। ইজমার মাধ্যমে এটি সাব্যস্ত।[সমাপ্ত]

হানাফি মাযহাবরে কতিব ‘বাদায়উস সানায়ি’ গ্রন্থে (২/৭৬) গ্রন্থকার ‘কাসানি’ বলেন:

“যারা হাজী নন তাদের জন্য আরাফার দিন রোযা রাখা মুস্তাহাব। এ দিনে রোযা রাখা মুস্তাহাব হওয়ার পক্ষে অনেকে হাদিস বরণতি হওয়ার কারণে। কারণ অন্যদিনগুলোর উপর এদিনরে বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। হাজীর জন্যও এদিনরে রোযা রাখা মুস্তাহাব; যদি রোযা রাখার কারণে হাজী দুর্বল হয়ে আরাফায় অবস্থান ও দোয়া করা থেকে বাধাগ্রস্ত না হয়। যহেতে রোযা রাখার মাধ্যমে এ দুটো নকেকাজ একত্রে আদায় করা যায়। আর যদি রোযা রাখতে গিয়ে হাজী দুর্বল হয়ে পড়ে তাহলে রোযা রাখা মাকরুহ। কারণ এদিনে রোযা রাখার ফযলিত অন্য বছর অর্জন করা সম্ভব; স্বভাবতঃ সম্ভব হয়। কনিতু, আরাফায় অবস্থান ও দোয়া করার ফযলিত সাধারণতঃ সাধারণ মুসলমানরে ক্ষেত্রে জীবনে একবাররে বেশি অর্জন করা সম্ভব হয় না। তাই সে ফযলিতটি অর্জনে সচেষ্ট হওয়া উত্তম।”

মালকৌ মাযহাবরে আলমে খরিশী কর্তৃক রচিত ‘শারহু মুখতাসার খললি’ রয়েছে:

“হজ্জ না করলে আরাফার দিনে রোযা রাখা এবং যলিহজ্জরে দশদিন রোযা রাখা” ব্যাখ্যা: গ্রন্থকাররে উদ্দেশ্য হচ্ছ- যনি হাজী নন তার জন্য আরাফার দিন রোযা রাখা মুস্তাহাব। আর হাজীর জন্য রোযা না-রাখা মুস্তাহাব; যাতে করে দোয়া করার জন্য শক্তি থাকে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্জরে সময় রোযা রাখেননি।”[সমাপ্ত]

‘হাশিয়াতুদ দুসুকী’ গ্রন্থে এসছে-

অতঃপর তাঁর কথা: ‘এবং আরাফার দিনে রোযা রাখা মুস্তাহাব...’ এর উদ্দেশ্য হচ্ছ- আরাফার দিনে রোযা রাখা জোরালো- মুস্তাহাব; নচেৎ রোযা রাখাটাই একটি মুস্তাহাব আমল।”

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) জিজ্ঞাসে করা হয়েছিলি: আরাফার দনি হজ্জপালনকারী নন ও হজ্জপালনকারীর জন্য রযো রাখার হুকুম কি?

উত্তরে তিনি বলেন: যনি হজ্জপালন করছেন না তার জন্যে আরাফার দনি রযো রাখা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরাফার দনি রযো রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসে করা হলে তিনি বলেন: “আমি আল্লাহর নকিট প্রত্যাশা করছি যে, বগিত বছর ও পরবর্তী বছরে গুনাহ মার্জনা করবে।” অন্য এক রওয়ায়তে আছে “গত বছর ও পরের বছরে গুনাহ মার্জনা করবে।”

পক্ষান্তরে, হাজীদরে জন্য আরাফার দনি রযো রাখা সুন্নত নয়। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদায়ী হজ্জকালে আরাফার দনি রযো রাখেননি। সহহি বুখারীতে মায়মুনা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরাফার দনি রযো রেখেছেন; নাকি রাখেননি এ ব্যাপারে কিছু মানুষ সন্দেহে ছিল। তখন আমি তাঁর জন্য এক পয়লা দুধ পাঠলাম; তখন তিনি আরাফার ময়দানে অবস্থান করছিলেন। তিনি দুধ পান করলেন; লোকেরো তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিল।”[সমাপ্ত]

[মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন, খণ্ড ২০, প্রশ্ন ৪০৪]

তাই হজ্জপালনকারীর জন্য আরাফার দনি রযো রাখা মাকরুহ; মুস্তাহাব নয়। অতএব, উল্লেখিত বক্তা যদি হজ্জপালনকারীকে উদ্দেশ্য করে থাকেন তাহলে তাঁর কথা ঠিকি। আর যদি তাঁর উদ্দেশ্য হয় যে, যারা হজ্জ পালন করছে না তাদের জন্য আরাফার দনি রযো রাখা শরয়িতসম্মত নয়; তাহলে এটি সুস্পষ্ট ভুল এবং ইতপূর্বের আলোচনায় সহহি সুন্নাতে সাব্যস্ত বিষয়ের বরখলোফ।

আল্লাহই ভাল জানেন।